

9134
Death Reference No. 01 of 2022

পান। পরে ডাক্তার মাসুক এলাহী স্যার এসে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আবরার ফাহাদকে মৃত্যু ঘোষণা করেন। মোঃ জাকির হোসেন ইমন পি.ডব্লিউ-৩৯ ও এ.কে নাজমুল হোসেন পি.ডব্লিউ-৪০ Testimony তে বলেন যে আলামত নং-২ হার্ডডিস্ক এ সংরক্ষিত ভিডিও চিত্রে থাকা স্ব স্ব চিহ্নিত আসামী (গ) মুনতাসির আল জেমি সহ অন্যান্যদের ইমেজের মিল (Match) আছে। আব্দুল মুবিন ইবনে হাফিজ ওরফে প্রত্যয় পি.ডব্লিউ-৪১ Testimony তে বলেন যে সকালবেলা আসামী অনিক সরকার সহ অন্যান্যরা হলের নিচে হাটাহাটি করতে ও ক্যান্টিনে চা-সিগারেট খেতে দেখতে পান। তাজওয়ার বখতিয়ার জাহিদ পি.ডব্লিউ-৪২ Testimony তে বলেন যে তিনি অনুমান রাত ১১.৫০ মিনিটে দেখতে পান আসামী অনিক সরকার সহ কয়েকজন ২০১১ নং রুম থেকে বেরিয়ে ২০১২নং রুমে যায় এবং তিনি সিড়ির ল্যান্ডিং স্থানে আবরার ফাহাদকে দেখতে পান এবং ডাঃ মাসুক এলাহী এসে আবরার ফাহাদকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। সুতরাং রাষ্ট্রপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী PW-১২, ১৩, ২০, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৫, ৩৭, ৩৯ ও ৪০ Testimony-কে প্রদর্শনী-১ চিহ্নিত এজাহার ও বাদী PW-১ এর Testimony Corroborate করেছেন।

আসামী মোঃ মোর্শেদ ওরফে মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম এর বিরুদ্ধে
মুহতাদি আহনাক আনসারি পি.ডব্লিউ-২১ Testimony তে বলেন যে

আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম বলেন যে আবরার ফাহাদকে ২০১১ নং

9135
Death Reference No. 01 of 2022

- ১১^{তম} ক্রমে নিয়ে মারধর করছিল। তিনি দেখেন দোতলা এবং নীচ তলার
- ১২^{তম} মাঝামাঝি সিড়ির ল্যান্ডিংয়ে একটি তোষকের উপর আবরার ফাহাদকে
- ১৩^{তম} শোয়ানো অবস্থায় দেখতে পান এবং ডাঃ মাসুক এলাহী আবরার ফাহাদকে
- ১৪^{তম} চেক করে বলে সে আর জীবিত নাই। আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম
- ১৫^{তম} তাকে মানা করে যে ওখানে পলিটিক্যাল ছাত্ররা আছে, তোর যাওয়ার
- ১৬^{তম} দরকার নাই। মোঃ গালিব পি.ডব্লিউ-২২ Testimony তে বলেন যে রাত
- ১৭^{তম} ১০.৩০ ঘটিকার সময় ২০১১নং কক্ষে গিয়ে দেখতে পান আবরার ফাহাদ
- ১৮^{তম} ফ্লোরে বসে আছে ও আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম সহ অন্যান্যরা
- ১৯^{তম} আবরারকে উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করে চড়, ধাক্কা দেয় এবং আসামী অনিক
- ২০^{তম} সরকার ক্রিকেট স্ট্যাম্প নিয়ে বারবার মারতে থাকে ও একপর্যায়ে সে মারা
- ২১^{তম} যায়। সাখাওয়াত ইকবাল অভি পি.ডব্লিউ-২৩ Testimony তে বলেন যে
- ২২^{তম} রাত অনুমান ৮.২০ মিনিটে ২০১১ নং ক্রমে যান আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য
- ২৩^{তম} ইসলাম সহ অন্যান্যরা ও আবরার ফাহাদকে দেখতে পান। আবরার
- ২৪^{তম} ফাহাদের ২টি মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ নিয়ে ২০১১ নং ক্রমে প্রবেশ
- ২৫^{তম} করেন এবং আসামীরা চেক করার জন্য। রাত অনুমান ৩.২০ মিনিটে ঘুম
- ২৬^{তম} থেকে উঠে আবরার ফাহাদ আর নাই। মোঃ তৌহিদুল ইসলাম রাফি
- ২৭^{তম} পি.ডব্লিউ-২৫ Testimony তে বলেন যে রাত অনুমান ১.৩০ মিনিটের
- ২৮^{তম} সময় আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম ১০১১ এসে বলেন যে আবরার ফাহাদ
- ২৯^{তম} (২০১১/২০০৫ নং ক্রমে) ঘুমাচ্ছে বলে আবরার ফাহাদের কোল বালিশ

নিয়ে যান। কয়েক ঘণ্টা পর ১ম ও ২য় তলার সিড়ির ল্যান্ডিংএ ডাঃ মাসুক ১১th
 এলাহী আবরার ফাহাদকে চেক করে সে বলে সে আর বেঁচে নাই। ইয়ামিন ১২th
 হোসেন পি.ডব্লিউ-২৬ Testimony তে বলেন যে পুরো ভিডিও ফুটেজে ১৩th
 দেখতে পান যে ২০১১ ও ২০০৫নং কক্ষে আনুমানিক রাত ৮.১৩ থেকে ১৪th
 ২.৪০ মিনিট পর্যন্ত পরো ঘটনার সময় আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম সহ ১৫th
 অন্যান্যরা তাদেরকে ক্রমাগত ২০১১ নং রুম ও ২০০৫ নং রুমে প্রবেশ ১৬th
 করতে এবং বের হতে দেখেন। ওয়াহিদুর রহমান রাফসান পি.ডব্লিউ-২৭ ১৭th
 Testimony তে বলেন যে তিনি বলেন যে তার কক্ষে আসামী মোর্শেদ ১৮th
 অমর্ত্য ইসলাম বলেন যে আবরার ফাহাদকে বিধ্বস্ত লাগছিল এবং বলেন ১৯th
 যে, তোমরা বের হয়ো না, ঝামেলা হতে পারে। তিনি ১ম ও ২য় তলার ২০th
 সিড়ির ল্যান্ডিংএ দেখতে পান আবরার ফাহাদের নিখর দেহ সিড়ির ল্যান্ডিং ২১th
 স্থানে তোষকের উপর পড়ে আছে। তিনি ভিডিও ফুটেজে জানতে পারেন যে ২২th
 হলের ১০১১নং রুম থেকে আবরার ফাহাদকে ২০১১ নং রুমে অনুমান রাত ২৩th
 ৮.০০ টায় আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম সহ অন্যান্যরা মিলে আবরার ২৪th
 ফাহাদকে ক্রিকেট ব্যাম্প ও ক্লিপিং রোপ দিয়ে পিটিয়ে কিল-ঘুষি, চড়-থাক্কর ২৫th
 ও লাঠি-ওতা মেরে আবরার ফাহাদকে মেরে ফেলেছে। মোঃ সাইফুল ২৬th
 ইসলাম পি.ডব্লিউ-২৮ Testimony তে বলেন যে তিনি ২০১১ নং কক্ষে ২৭th
 গিয়ে দেখতে পান আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম সহ অন্যান্যরা ও ২৮th
 আবরার ফাহাদকে দেখতে পান। আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম সহ ২৯th

কয়েকজন ফোন ও ল্যাপটপ চেক করেছিল। আসামীরা আবরার ফাহাদকে ক্রিকেট স্ট্যান্ড দিয়ে মারতে মারতে মেরে ফেলে। বাদীর ডাই মোঃ মোমিনুল ইসলাম পি.ডব্লিউ-৩৫ Testimony তে বলেন যে বুয়েটের স্যার ও ছাত্রদের মাধ্যমে সিসিটিভি ফুটেজে আমরা দেখতে পাই কিছু নামধারী ছাত্র আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম সহ অন্যান্য আরও অজ্ঞাতনামা কয়েকজন ছাত্র জড়িত ছিল বলে জানেন। তাজোয়ার বখতিয়ার জাহিদ পি.ডব্লিউ-৪২ Testimony তে বলেন যে আসামী মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম বলেন যে আবরার ফাহাদ ২০১১ নং রুমে শিবির সন্দেহে ধরেছে এবং বলেন যে কাউকে না বলতে তাকে বলে। কয়েক ঘন্টা পর ১ম ও ২য় তলার

সিড়ির ল্যান্ডিং স্থানে আবরার ফাহাদের পাশে দেখতে পান এবং কিছুক্ষণ পর ডাঃ মাসুক এলাহী এসে আবরার ফাহাদকে চেক করে বলে সে আর জীবিত নাই। সুতরাং রাষ্ট্রপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী PW-২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬,

২৭, ২৮, ৩৫ ও ৪২ Testimony-কে প্রদর্শনী-১ চিহ্নিত এজাহার ও বাদী

PW-১ এর Testimony Corroborate করেছেন।

পলাতক আসামী মুহাম্মদ মোর্শেদ-উজ্জামান মন্ডল ওরফে জিসান

এর বিরুদ্ধে মুহতাদি আহনাফ আনসারি পি.ডব্লিউ-২১ Testimony তে বলেন যে তিনি দেখেন দোতলা এবং নীচ তলার মাঝামাঝি সিড়ির ল্যান্ডিংয়ে একটি তোষকের উপর আবরার ফাহাদকে শোয়ানো অবস্থায় দেখতে পান সেখানে মোর্শেদ-উজ্জামান মন্ডল ওরফে জিসান ছিল এবং ডাঃ মাসুক